কাব্যজিজ্ঞাসা

Q1. 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ' - শ্লোকপর্যন্ত আলংকারিকরা কাব্যের আত্মার মীমাংসায় কোথায় পৌঁছেছেন আলোচনা কর।

⇒ রামায়ণকার আদি কবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তা কাব্যরসিক মানব মনের অনিবারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই যে অপূর্ব মনোহর শব্দ সন্ধানের সৃষ্টি করে- 'কিমিদম' — এ কি বস্তু। এর স্বরূপ কী। - তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন - অলংকারশাস্ত্র। যে শাস্ত্রের প্রধান কথা- কাব্য জিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়। কোন গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়। আলংকারিকদের ভাষায়, কাব্যের আত্মা কী।

□ কাব্যের আত্মা যাই হোক ওর শরীর হচ্ছে বাক্য — অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। তেমনি ভাবে বলতে পারি, আমাদের শরীর এবং আত্মার গঠনের ফলে মানব শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। -এখানে 'শরীর' প্রধান ভূমিকা পালন করে। সুতরাং কাব্যদর্শনে যারা দেহাত্মবাদী তারা বলেন - ঐ বাক্য অর্থাৎ শব্দ আর আত্মা ছাড়া কাব্যের কোন স্বতন্ত্র আত্মা নেই। নারীদেহে যেমন লাবণ্যচূর্ণ পড়লে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে - ঠিক তেমনি বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই একটি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই আটপৌরে সাজসজ্জার নাম-ই হল - অলংকারশাস্ত্র। যেমন- 'নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে।'

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায় - এই বাক্যটির প্রত্যেকটি শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করা যায় ঠিক তেমনি অর্থে রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা হয়েছে।

□ কাব্য যে মানুষের ভালো লাগেয় তা শুধুমাত্র অলংকারের জন্য। "কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ" - বামনের এই মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্য জিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে - অলংকারশাস্ত্র। এবং অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের কিছু আছে, তাদের জীবনযাত্রা তার কোন প্রমাণ দেয়না। তেমনি মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্য-পাঠক কাব্যবিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন। সেজন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলংকৃত বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবী লাভ করেছে।

□ সমালোচকেরা আলংকারিকরা বলেছেন কাব্য যে অলংকৃত বাক্য নয় তার প্রমাণ শব্দ ও অর্থ দু-রকম অলংকার - দুই-ই আছে। অথচ বাক্যটি কাব্য নয়, এরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার কোনও অলংকার নেই এরও উদাহরণ আছে।

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যের সংজ্ঞাটিও অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন সাহিত্য দর্পণের একজন টীকাকার বলেছেন—

"তরঙ্গনিকরোন্নীত তরুণী গণসংকুলা।
সরিৎ বহতি কল্লোল ব্যুহব্যাহত তীরভূঃ ॥"

—এই বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের বাংলা টীকাকাররাও বলেছেন—

"যখন যাবে জামের বনে জবা গাছের নীচে দিয়ে জামের ~~ধ্বনি দিয়ে~~ সঙ্গে যেও।"

এই বাক্যটির মধ্যে ও বৃত্তানুপ্রাস অলংকার রয়েছে। তবুও এই বাক্যটি কাব্য নয়।

☐ বাক্য অলংকৃত ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর উদাহরণ সাহিত্যের দর্পণকার কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনা থেকে তুলেছেন—

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥"

এই বাক্যটির এখানে ওখানে যে অনুপ্রাসের আমেজ আছে, তরঙ্গনিকরোন্নীত-তরুণীগনের কাছে তা দাঁড়াতে পারে না। এর অর্থ একেবারে নিরলংকার। অকাল বসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলামাত্র কালিদাসের ভাষায় তা প্রকাশ পাই।

Scanned by CamScanner

রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমরা বলতে পারি-
'ঐ মেয়েটির কাছে সন্ধ্যাতারা আছে।'

<u>উপসংহার</u> :

Q2 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' - যেয়পর্যন্ত আলংকারবাদীরা মনে করেন রীতি গুণেই একটি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে আলোচনা কর।

⇒ ১৩৩৩ সালে 'অনুরূপনে' কাব্যজিজ্ঞাসা নামে অতুলচন্দ্র গুপ্তের যে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি - ধ্বনি এবং রস একত্র একত্র সংকলন। এই গ্রন্থে অতুলচন্দ্র গুপ্ত যে শুধুমাত্র আলংকারিকদের মতামত প্রেষণ করেছেন তা নয়, সাথে তিনি সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত আমরা দেখতে পাই - অলংকারশাস্ত্রের প্রধান কথা-ই হচ্ছে 'কাব্যজিজ্ঞাসা'। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এর নাম দিয়েছিল - অলংকারশাস্ত্র। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়! কোন গুণে একটি বাক্য এবং সমস্ত কাব্য হয়! আলংকারিকদের ভাষায় কাব্যের আত্মা কী।

□ কাব্যের আত্মা যাইহোক - এর শরীর হচ্ছে বাক্য - অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। দেহাত্মবাদী আলংকারিকরা মনে করেন, একটি বাক্যের শব্দ আর অর্থ ছাড়া কাব্যের কোন স্বতন্ত্র আত্মা নেই। শব্দ এবং অর্থের মিলনের ফলে একটি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। নারীদেহে যেমন লাবণ্যবর্ণ পড়লে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি একটি বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই কাব্য হয়ে ওঠে। এই আটপৌরে সাজসজ্জার নাম-ই হল 'অলংকারশাস্ত্র'।

যেমন - "নদীর ঘাটের কাছে নৌকা বাঁধা আছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে বোঝা যায়- এই বাক্যটির ~~ও~~ প্রত্যেকটি শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, ঠিক তেমনি রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়।

□ কাব্য যে মানুষের উপাদেয় তা শুধুমাত্র অলংকারের জন্য। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ'- বামনের এই মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকে ভারতীয় কাব্য শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী আলংকারিকরা মনে করেন, অলংকার ছাড়া একটি বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে নি।

* সমালোচকবাদীরা আলংকারিকরা মনে করেন, অলংকার ছাড়াও একটি বাক্য কাব্য হয়ে উঠতে পারে। সমালোচপন্থী আলংকারিকরা বলছেন কাব্য যে অলংকৃত বাক্য নয় - তার প্রমাণ শব্দ আর অর্থ এই দুই রকম-ই অলংকার আছে। এছাড়া বাক্যটি কাব্য নয় এরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য তার কোন অলংকার নেই এরও বহু উদাহরণ আছে। সাহিত্য দর্পণের একজন টীকাকার বলছেন -

"মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ
শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥"

এই বাক্যটিতে কোনরকম অলংকার ছাড়াই অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য হয়ে উঠেছে।

Scanned by CamScanner

অলংকার ছাড়াও যে কাব্য সম্ভব এমন গদ্যালোচকরা মনে করেন।

□ অলংকারকে ঘুরিয়ে নিয়ে আরও একদল আলংকারিক বলেন, অলংকৃত বাক্য মাত্র-ই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে, তার কারণ হচ্ছে 'রীতি'। এপ্রসঙ্গে বামনের মত দেওয়া যেতে পারে- 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য', রীতি হল পদ রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিশিষ্ট পদরচনার রীতিঃ। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল- 'স্টাইল'। স্টাইলের গুনেই বাক্য এবং সৌন্দর্য কাব্য হয়। আর তার অভাবেই বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও এর্ণ বাক্য কাব্য হয় ওঠে না। স্বীকার করতে হবে আমাদের, পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুনেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভা: ওচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণই হল তাঁর স্টাইল।

" কু কথায় পঞ্চমুখ কন্ঠভরা বিষ
কেবলি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥"

ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য এবং গদ্য লেখক এই স্টাইলের গুনেই নবীনত্বে আর্টিস্ট বা কবি নাম পেয়েছে।

Scanned by CamScanner

এই অলংকার-ই হচ্ছে স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না। অলংকারের সাথে সাথে তার অবয়ব স্থানকেও সুন্দর হতে হয়। বাংলা টীকাকার সতীনাথ ভাদুড়ী এ প্রসঙ্গে বলছেন —

"সোনার হাতে সোনার কাঁকন
কে কার অলংকার ॥"

অর্থাৎ সোনার গুনেই কি একটি সুন্দরী রমনীর লাবণ্য আরও বেশি উজ্জ্বলতা পাই, না ঐ রমনীর সুন্দর হাতের ~~জন্য~~ গুনেই সেই সোনাটি আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

□ পরিশেষে আমাদের বলতে হয়, প্রাচীনপন্থী রীতিবাদীরা রীতির মধ্যে-ই কাব্যের আত্মা খুঁজেছেন। আবার সমালোচকবাদীরা স্টাইলের গুনে-ই কাব্যের আত্মা খুজেছেন। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ~~ও~~ দু-গুনেই দুর্ষ।

Scanned by CamScanner